মৃত্যু অতঃপর - কি?

ফ্রেড্ পিয়ারস্

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

After Death – What?

Fred Pearce

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

October 2010

মৃত্যু অতঃপর - কি?

মৃত্যুই হচ্ছে বাস্তব (Death is Real)

মৃত্যু থেকে কোন প্রাণই রক্ষা পায় না। মৃত্যু আসে হঠাৎ করেই, আশাতীতভাবে, হয়তোবা দূর্ঘটনাজনিত অথবা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কিন্তু যে কোন কারণের দ্বারা মৃত্যুতে আমরা ভেঙ্গে পড়ি তদ্রুপভাবে কোন ব্যক্তি ক্যান্সার বা কিডনীর কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভূগে অকাল মৃত্যুবরণ করে, এরকম ঘটনা প্রতিনিয়তই আমরা প্রত্যক্ষ করি। যা ঘটে তাকে আমরা ওল্টাতে পারি না তাই এক প্রকার অসহায়ত্বের কাছে আমরা নিজেরাই হার মানি। সর্বপ্রকার মানবসম্পদ একজন মৃত্যব্যক্তিকে পুনরায় তার জীবন ফিরিয়ে দিতে অক্ষম, যারা সেই মৃত্যুতে শোকগ্রস্থ তারা সহজে সান্তনা পায় না।

সাধারণত মানুষ কি প্রকারে কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে? যুবক/যুবতীরা মৃত্যুকে তত গুরুত্ব দেয় না, তারা কদাচিৎ শোক গ্রস্থ হয়-এমনকি কোন বন্ধুর হঠাৎ দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় "কপাল মন্দ"-বেশী সময় লাগে না সেই দুঃখজনক মৃত্যু ঘটনা ভুলতে। মধ্যবয়সী ব্যক্তিরা মৃত্যুর বিষয় চিন্তায় আনতে চায় না, মৃত্যু ঘন্টা বাজতে এখনও অনেক দেরী-মনে করে "যখন মৃত্যু আসবে সেই তখনই তার মুখোমুখি হওয়াটাই উত্তম"। বৃদ্ধবয়সী যারা তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে যে, তারাও তো এই রুঢ় বাস্তব থেকে মুক্তি পাবে না। সাধারণতঃ তারা তাদের জীবনভর বহু মৃত্যুদৃশ্যের সাক্ষী, সমবয়সী, আত্মীয় স্বজনদের চিরতরে হারানোর ব্যথায় ব্যথিত, উপরোন্ত কেউ কেউ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে, আবার অনেকেরই শ্রবণশক্তি লোপ পায়, শারীরিক কষ্ট দীর্ঘদিন যাবত সয়ে আসছে, বিভিন্ন সমস্যা, ব্যথায় কাতোরোক্তির অভিজ্ঞতায় পূর্ণ অভিজ্ঞ হয় যে, এই মৃন্ময় শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ ক্ষয়িস্মু, শরীর চিরস্থায়ী নয়।

মৃত্যুর পর বেঁচে থাকা? বা উর্দ্ধবর্তন বা সার ভ্যাই ভাল (Survival)

পূর্বদেশীয় এবং ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সমূহে পুর্ণজন্ম অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা অন্য কোন দেহে স্থানান্তরিত হয় বা রূপান্তরিত হয় এবং তা বেঁচে থাকে, এই মৃত্যু পরবর্তী বেঁচে থাকা ধর্মীয় বিশ্বাসটি বহুল প্রচলিত। অতি প্রাচীনকাল হতেই এই সম্পর্কে বিভিন্ন কল্পকাহিনী, পৌরানিক ঘটনা কাহিনাকারে বিবৃত হয়ে আসছে কিন্তু সে সব ঘটনার কোন প্রমাণ আছে কি?

অনেকের বিশ্বাস কোন একজনের মৃত্যুর পর তার "অন্তরাত্মা" বা তথাকথিত "প্রাণটি" মৃতদেহকে পরিত্যাগ করে সরাসরি "স্বর্গে" বাস করছে পরমসুখে, পরমানন্দে। অবশ্য এই মতবাদটির প্রসার বর্তমানে ততটা পরিলক্ষিত হয় না যতটা পূর্বে ছিল কারণ ভক্ত বা ধার্মিকগণের বর্তমান দৃঢ় বিশ্বাস 'দোষসিদ্ধি' তাই তারা ঐপ্রকার অমূলক আশা করে না। এ প্রসঙ্গে অতিসম্প্রতিকালের একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ কিংস্ কলেজে বড়দিন ও বড়দিনের পূর্বরাত্রি উদযাপণের প্রশংসাগাণ ও প্রার্থনাসভা শুরুর প্রার্থনায় বক্তা তাঁর প্রার্থনায় বলেন, "আজ আমাদের সকলের সঙ্গে তারাও আনন্দধ্বনি ও জয়গান গাইছে যারা সেই অপরপারে মহাসুখে অবস্থান করছে এবং মহাআলোতে বিরাজ করছে"। প্রার্থনারত ব্যক্তিটি মৃতগণের উদ্দেশ্যে মূলতঃ সেই প্রার্থনাবানী উচ্চারণ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সেই "মহা আলোকিত" স্থানটি কোথায়? "অপর পারই" বা কোথায় অবস্থিত? আমরা জানি বা আশা করতে পারি তারা এই প্রশ্নের অবশ্যই একটা অমূলক উত্তর দেবে।

অপরদিকে অনেকেরই ধারণা মন্দ বা খারাপ লোকদের "আত্মা" বা "সৌল" নরকে (Hell) সরাসরি প্রস্থান করে, সেখানে তাদের উৎপীড়ন, অত্যাচার ভোগ করতে হয়। রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীগুলির মতে মৃত্যুর পর "আত্মাকে" শুদ্ধি পাবার জন্য অনেকগুলি ধাপ পেরোতে হয়, "প্যারগাটরি" (যে স্থানে আত্মার পাপক্ষালন হয়) লিমবো বা অপ্রয়োজনীয় আত্মার স্থান, প্যারাডাইস বা স্বর্গ বা নন্দনকানন।

বিঃদ্রঃ বন্ধু, পাঠকদের উদ্দেশ্যে-এই বুকলেট বা পুস্তিকাটির মূল লেখক একজন ইংলিশ ব্রাদার তাই স্বভাবতই কেমব্রিজ কিংস কলেজের ঘটনার অবতারণা। বিশেষভাবে উল্লেখ যে, ইংরেজী "Soul" শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ- "আত্মা" যাকে বলা যেতে পারে মনুষ্যের ভিতরে অবস্থিত অশরীরী, অমর, আধ্যাত্মিক অংশ বা জীবনীশক্তি বা প্রাণ। এটা অবশ্যই মন্তব্য করা যেতে পারে যে, এই সকল জনপ্রিয় মনোমুগ্ধকর বিশ্বাসের পেছনে কোন প্রমাণ বা যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে ধার্মিক ব্যক্তির "আত্মা" যদি সরাসরি অথবা বিশেষ ধাপ পেরিয়ে স্বর্গে স্থান পায় তাহলে দুষ্ট ব্যক্তিদের আত্মার কি ধরণের গতি হবে?

বর্তমান বিশ্বের লোকসংখ্যার এক বিরাট অংশ উদাসীন বিশেষ করে উন্নত এবং পশ্চিমাদেশের। মৃত্যুতে এই জীবনের অবসান হবে, এটাই তাদের সত্য এবং এই সত্যকে উদাসীন লোকেরা, স্বীকার করে নেয়। অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেই অদৃশ্য ঘটনার বিষয় বর্তমানে চিন্তা করে অযথা সময় নষ্ট করে যেহেতু আমার জীবন একটাই এবং এটা আমারই সুতরাং এই জীবনে যত পারো খাও, পান কর এবং আনন্দ ফুর্তি করে সময় পার করে দাও। এই ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত লোকসমূহে এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থায় এক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যেমন ক্রমাগত তারা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মবিশ্বাসী বা আত্মগরিমা সম্পন্ন স্বার্থপর, আত্ম সন্তুষ্টিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে পশ্চিমা উন্নত দেশ ছাড়িয়েও এশিয়া মহাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে উপরোক্ত সমাজ ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ছে।

মৃতগণ থেকে কোন ধরণের সংবাদ? (Messages from the Dead?)

অলঙ্ঘনীয় সত্য হচ্ছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু থেকে হাজার হাজার মানুষ জন্মেছে, জীবন ধারণ করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে এই পৃথিবীর বুকেই কবর প্রাপ্ত হয়েছে। সত্যি সত্যিই তারা যদি নূতনাকারে নূতনভাবে আবার জন্মগ্রহণ করতো তবে কি তাদের কাছে থেকে তাদেরই বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন বা অন্যান্য মানুষ কোনরকম স্বান্তনাবাণী, কোন প্রকার উপদেশ শুনতে পেতো না? যেমন ধরা যাক, তারা কি অবস্থায় কবরে কাটিয়েছে? কবরপ্রাপ্ত অবস্থায় কি কি ধাপ পেরোতে হয়েছে এবং কোন ধাপে কি কি শাস্তি পেতে হয়েছে? বা কোন শাস্তিই পেতে হয়নি? এছাড়া মানুষের জীবনধারণ সম্পর্কে সতর্কবাণী? না, আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ নেই যে কোন জীবিত ব্যক্তি তাদের থেকে একটি সংবাদও পেয়েছে, এমনকি একটি বাক্য বা শব্দ ও শুনেছে। এটা সত্যিই কেমন অদ্ভুত ব্যাপার নয়? অথচ লক্ষ্য লক্ষ্য লোক যখন এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের বিশ্বাসে (?) নূতনাকারে তারা আবার এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে অথবা স্বর্গে বসবাস করছে?।

কিছু প্রেততত্ত্ববিদ বা আধ্যাত্মবাদী যারা পুনঃ জন্ম..... মতবাদে বিশ্বাস করে এবং দাবী করে, মৃতগণের কাছ থেকে খবরাখবর পেয়ে থাকে, কিন্তু বিষয়টির প্রকৃত অনুসন্ধান করে জানা যায় সত্যি বিষয় অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস এবং দাবী কতটা বাস্তবভিত্তিক বছর খানেক আগে পুস্তি কাটির লেখক একটি আত্মপ্ল্যানচেটকারী বা প্রেত তত্ত্ববিদ বা আধ্যাত্মবাদীগণের বৈঠকে (seances) সামিল হয়ে তথাকথিত মৃত আত্মার পাঠানো সংবাদ পড়েছিলেন যাতে ব্যাখ্যা ছিল মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বা স্থান কি রকম হবে এই ব্যাখ্যার জন্য তথাকথিত আত্মার কোন প্রয়োজন হয় না কারণ সংবাদটি ছিল খুবই নগণ্য এবং সাধারণ। পাঠানো সংবাদটির বর্ণনায় মানুষের জন্য মৃত্যু পরবর্তী স্থান হচ্ছে, সুন্দর সাজানো বাগান, সুজলা গাছ ঝরণাধারা, মিষ্টি মন মাতানো ফুল ফলাদি, সেই নন্দনকাননে পরম, সুখে সময় কাটানোর ব্যবস্থা এতোই পরিস্কার যে, যে কোন আদর্শবাদী সুন্দর মনের মানুষের এই বিষয়টি একান্তই কাম্য। সি,ই,এম যোয়াড (C.E.M. Joad) যিনি একজন ভাবগম্ভীর চিন্তাশীল পদার্থ বিদ্যা (শারীরিক) গবেষক আত্মাদের যোগাযোগ সম্পর্কে নগণ্য মন্তব্য করেন, জোর দিয়ে বলেন "এই জাতীয় কার্যক্রম বা যোগাযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মনে হয়। আমার মতে এ বিষয়টি অমূলক, কোন সত্য প্রমাণ করে না।"

এই পৃথিবীতে কিছু কিছু পুরুষ ও স্ত্রী লোকেরা অনেক সময়ই উন্নতমানের উত্তম জীবনযাপনে অভ্যস্ত থাকতে দেখা যায়, মূল্যবান উপদেশ প্রদান, একে অন্যের সাহায্য সহযোগীতায় এগিয়ে আসা, দানদক্ষিণায়, নিজ নিজ কার্যক্রম ব্যবসা বাণিজ্যে পারদর্শী হতে দেখা যায়। তারা কি স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই সকল করে সবকিছু চিরতরে হারাবার জন্যে? তারা কি এই সফলতার পেছনে

জীবনের বা তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিদের সত্যিকার তাৎপর্য বা মূল্য খোজার চেষ্টা করে না? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে। আসলেই (জীবনের) সত্যিকার অর্থ বা তাৎপর্যটা কি?।

প্রাণিজীবন সমন্ধীয় প্রশ্নটি (The Vital Question)

তাহলে মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিভাবে বা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে বা কোন বিশ্বাস সঠিক বলে মেনে নেব? কোথায় আমরা এ প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাবো?

আমরা কি আমাদের অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে তাতেই নির্ভর করবো? আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের নিজ নিজ জ্ঞান বা কর্তৃত্বে অর্জিত কোন বিষয় অন্যে সাদরে গ্রহণ করবে? অন্য কোন স্থানের কোন পুরুষ বা কোন নারীই বা কি প্রকারে আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর বলতে পারবে? তারা জানবেই বা কিভাবে? যাহোক, তাহলে কি আমরা ধর্মীয় নেতাদের কাছে আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাবো? এবং বিশ্বাস করবো? অথবা কোন ব্যক্তিবর্গ বা সভা সমিতির মন্তব্য বা ব্যাখ্যা, কিন্তু তারাই বা কিভাবে জানে? যখন কোন বিখ্যাত বা নামকরা ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে বিভেদ দেখা যায় তখন সে বিষয়টিকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করবো এবং গ্রহণ করবো? একজন বিখ্যাত ইংরেজ বিশপ বক্তব্য দেন যে, আক্ষরিক অর্থে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্যে প্রথম পুনঃজীবিত হন নাই আবার অন্যজন বলেন, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মূলবিশ্বাস হওয়া উচিত পুনঃরুত্থানে। এখানে আবারও প্রশ্ন ওঠে কাকে বা কার ঘোষণায় বিশ্বাস করবো? এবং কেন করবো?

এ সকল বিষয় যখন সত্যি সত্যিই আমাদের ভাবিত করে, চিন্তা সংকট ঘটে তখন স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতামতের খুব বেশী মূল্য থাকে না, অন্যভাবে বলা যেতে পারে মানুষের চিন্তা চেতনা জ্ঞানবুদ্ধি অনেক প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে খুব সহজ স্বাভাবিকভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সারাংশ টানা যায় এইভাবে যে, মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা বা ঘটনায় বা পুনঃ জীবন পাওয়া না পাওয়ার উপর মানুষের কোন কতৃত্ব নেই ঠিক যেমনটি কোন কিছু করার নেই আবশ্যাম্ভাবিক মৃত্যুতে। এককথায় এ বিষয়ে মনুষ্যে অপরাগতার দাবীদার তাই তার প্রয়োজন অন্য কোন একজন কতৃত্বকারীর যার চিন্তা চেতনা প্রগাঢ় জ্ঞানবুদ্ধি মনুষ্যজাতি থেকে অবশ্যই উত্তম হবে, আর সেটাই হচ্ছে অতি প্রাকৃতিক কতৃত্ব।

উত্তর সমূহ (The Answer)

আলোচ্য কতৃত্ব আমাদের সাথেই বিরাজ করছে আর সেটি হচ্ছে পবিত্র বাইবেল - যেখানে স্বর্গমর্ত, সমগ্র মনুষ্যজাতির, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রণত সুসংবাদ লিপিবদ্ধ।

পবিত্র শাস্ত্র বাইবেলের লেখকগণ কখনই তাদের লেখনি বা জ্ঞানদ্বারা সমস্ত কতৃত্বের ভার গ্রহণ বা প্রকাশ করেনি। শুধুমাত্র ঈশ্বর মুখ নিঃসৃত বাক্য লিপিবদ্ধ করেছেন বাইবেলে। উদাহরণস্বরূপ- যিরমিয় ভাববাদী গ্রন্থের লেখক স্বয়ং তাঁর গ্রন্থ প্রকাশকালে লিখেছেন,

"সদাপ্রভূ কহিলেন, দেখ আমি আমার বাক্য তোমার মুখে দিলাম" (যিরমিয় ১:৯)।

যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ভাববাদীদের লেখাগ্রন্থ এবং নিয়মকানুন সমূহ (পুরাতন নিয়ম)- ঈশ্বর কর্তৃক দেয় বলে মেনে চলতেন এবং স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি সবকিছু ঈশ্বরের কর্তৃত্বে করেন ও বলেন (লূক ২৪:২৭)। প্রেরিত সকল একই ভাব পোষণ করেছেন। প্রেরিত পৌল স্পষ্টভাবে লিখেছেন, "পবিত্র শাস্ত্রাংশ সকলই ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য" (২ তীমথিয় ৩:১৬)। ঈশ্বরের "নিঃশ্বাস" বা আত্মা কি বা কিভাবে সেটা কাজ করে তারও পরিস্কার ব্যাখ্যা আছে পবিত্র বাইবেলে, সুতরাং আমাদের বিশ্বাস শাস্ত্রের উদ্ধৃতি, ব্যাখ্যা অবশ্যই সত্য-চিরসত্য। যীশু খ্রীষ্টের প্রাচীনতম ভক্ত, বিশ্বাসী যাঁরা অনেকেই প্রেরিতগণদের ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন বা তাঁদের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁরাও বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মকে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে মেনে চলেছিলেন। শতাব্দীকাল হতে পবিত্র বাইবেলের বাক্য শিক্ষা ও বিশ্বাসকে খৃষ্টবিশ্বাসের মূলভিত্তি বলে বিবেচনা করা হয়।

কাল্পনিক কোন বিষয় নয়, বাইবেলের বক্তব্য সম্পর্কে এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে- মনুষ্যজাতির সৃষ্টি, এই পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের শুরু, মন্দভাবে, অবাধ্যচারণে লিপ্ত হওয়া সৃষ্টিকর্তার সংস্পর্শ থেকে বিচ্যুৎ, যাতনাভোগ, অতঃপর এই পৃথিবীতেই মৃত্যুপ্রাপ্তি, পবিত্র শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত বাইবেলে খুবই পরিস্কারভাবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যাবার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আশার বিষয় এই যে, সেই অমর জীবন আমরা যে কেউই লাভ করতে পারি যদি ইচ্ছা করি এবং সেই সাথে পবিত্র বাইবেলে লিপিবদ্ধ সুসংবাদগুলিতে মনোযোগী হই ও ঈশ্বরের নির্দেশগুলি মেনে চলি।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই পৃথিবীস্থ অন্য কোন পুস্তক, মহাগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সত্য মনুষ্যজাতির সৃষ্টি শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত, শুদ্ধ জীবনযাপন, অমরতা বা অনন্ত জীবন প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে এত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে না। সত্যিকার অর্থে গবেষণায় দেখা গেছে এই পৃথিবীর অন্য কোন পুস্তক বা গ্রন্থে এমন কোন বিশেষ চিহ্ন কার্য বা আশ্চর্য কার্য যা কিনা ব্যতিক্রমী মানুষের দ্বারা বা মনুষ্য জ্ঞান বুদ্ধিতে সম্পন্ন করা সম্ভব সে সম্পর্কে কোন পরিস্কার প্রমাণ বা ব্যাখ্যা নেই অথচ পবিত্র বাইবেলে তেমন ঘটনা/কার্যের প্রমাণসহ ব্যাখ্যা আছে, কারণ তা সম্ভব হয়েছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্তৃক। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে। বিখ্যাত লেখক Henry Rogers বাইবেলের উৎস সম্পর্কে একটি পুস্তকে বাইবেল সম্পর্কে অপূর্ব উক্তি করেন, তাঁর পুস্তকটির নাম "The superhuman origin of the Bible deduced from itself" তিনি তাঁর বক্তব্যে লেখেন, বাইবেল এমনই একটা গভীর তত্ত্বমূলক পুস্তক যেটা মানুষ লেখেনি বা লিখতে পারেনা

যদিও চেষ্টা করে তাহলে ও সে তা পারবে না, He declared: " The Bible is not such a book as man would have written, if he could, nor could have written if he would" গবেষক লেখক হেনরী রজারস এর উপরোক্ত উক্তি থেকে ধারনা করা যায় বাইবেল প্রনেতার গুরুত্ব কতখানি, এবং সেই প্রনেতা যে মনুষ্যজাতি থেকে শ্রেষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যেহেতু, বাইবেল সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা মনুষ্যজাতির ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তার সংবাদে পরিপূর্ণ তাই সকলেরই উচিত বাইবেলের প্রতি আন্তরিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

পবিত্র বাইবেল ও আমরা (The Bible and Us)

বাইবেল আমাদের কি বলে? অথবা মনুষ্যজাতির জন্য বাইবেলের সুসংবাদ কি? সেটা সঠিকভাবে বুঝতে পারাটা, গুরুত্ব দেওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন মনুষ্যজাতির উৎস, প্রকৃতি প্রস্থান প্রাপ্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেওয়া যায় বাইবেল থেকে। কারণ একমাত্র এই পুস্তক সম্ভারেই মানুষের অস্তিত্বের শুরু থেকে শেষ এবং তার উপর প্রভূত্বকারী ব্যক্তি, পৃথিবীর উপরস্থ সকল সৃষ্টির উৎস সম্পর্কিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিভাবে পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি, কিভাবে মনুষ্যের সচলতা প্রাপ্তি অর্থাৎ সে কিভাবে জীবন বা শ্বাস পায়, কে মনুষ্যকে জীবন দেয়, কে সচল প্রাণি করেছে সে সকল প্রশ্নের উত্তর আদিপুস্তক বর্ণনা করে। মানুষ বা মনুষ্য জাতির সৃষ্টি আপনা আপনিই হয়নি। একজন সৃষ্টিকর্তার উপর তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল। দেখা যাক বাইবেলের কি ব্যাখ্যা এ সম্পর্কে

> "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (প্রথম মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণি হইল" (আদিপুস্তক ২:৭)

লক্ষ্য করা প্রয়োজন মানুষের গঠন নিকৃষ্ট ধূলিদ্বারা। আদিপুস্তক ৬:১৭ পদ ও ৭:২১ পদ বর্ণনা করে, জীবজন্তু, পশুপাখী সমস্ত প্রাণিকূল মনুষ্যজাতির মত একই ধরনের 'প্রাণবায়ু' দ্বারা বেঁচে থাকে। 'প্রাণবায়ু' এবং সজীব প্রাণি, বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে যদি আমরা আমাদের মনোযোগ দিই তাহলে বুঝতে পারবো সেটা এমনই একটা বিশেষ অবস্থান যেটা পবিত্র বাইবেল আমাদের জানতে ও বুঝতে সাহায্য করে এবং তা অবশ্যই বাইবেলের নিজস্ব ব্যাখ্যাকৃত ভাষায় আমাদের কারোর ভাষায় নয়। এ সম্পর্কে যখন অনেকেই ধারণা করে, বক্তব্য দেয় যে, "প্রাণবায়ু" বিশিষ্ট আত্মাটি (The soul) এমনই একটি রহস্যময়শক্তি (Spirit) যেটা মানুষের দেহকাঠামোকে সচল বা বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, অন্যভাবে যদি বলি যে, অনেকের ধারণা, মানুষের দেহ এবং "প্রাণবায়ু" বা "আত্মা" দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু এবং এদুয়ের সমন্বয়ে "মানুষ" আসলে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উদাহরনসরূপ বলা যায়, জীব জন্তু, পশুপাখীকেও বাইবেল Soul বলে অখ্যায়িত করেছে, আদিপুস্তক ১:২১,২৪ পদে

"তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের, ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সেই সকলের, এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন... পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গৃহপালিত পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।"

শাস্ত্রের মূল স্ক্রিপ্টের 'Soul' শব্দটির অনুবাদ বিভিন্ন ভার্সনের বিভিন্নভাবে করা হয়েছে, রিভাইজড ষ্ট্যর্ন্ডড ভার্সনের বাইবেলে "living soul", living being অন্যদিকে নিউ ইন্টারন্যাশনাল এবং নিউ ইংলিশ বাইবেলে "a living creature" এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলা বাইবেল যেটি কেরী বাইবেল হিসেবে পরিচিত সেটিতে ইংরেজী শব্দ Soul এবং Spirit এর বঙ্গানুবাদে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

যাহাকে, উপরোক্ত আলোচনায় পরিসমাপ্তি এইভাবে টানা যায় যে, আদিপুস্তক সৃষ্টি, উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, মনুষ্যকে সজীব প্রাণি হিসেবে সৃষ্টি বা বানানো হয়েছিল। এটা সত্যি যে, পশুপাখী বা অনান্য প্রাণিকূল থেকে মানুষের মস্তিষ্কের চালনা বা চিন্তাশক্তি অনেক বেশী কিন্তু তবুও মানুষ ওদের মতই 'প্রাণি'।

মৃত্যুর সূচনা (The Coming of Death)

মৃত্যু বা জীবনের পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটবে সে প্রশ্নের উত্তর আদিপুস্তকেই বর্ণিত আছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও সকল প্রাণিকূলের সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি আদমকে বলেছিলেন, সে যদি ঈশ্বরের আদেশের অবাধ্যচারন করে তবে তাকে অবাধ্যতার শাস্তি পেতে হবে, সে অবাধ্যচারন করে আদেশ লঙ্ঘন করেছিল, ফলসরূপ শাস্তি-মৃত্যু (প্রসঙ্গত: বাইবেলে মৃত্যু সম্পর্কে এই শিক্ষা সকল ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কাছেই কমবেশী গ্রহনীয়) দন্ডাজ্ঞাটির বর্ণনা আদিপুঃ ৩:১৯ পদে পাওয়া যায়

"...তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে, তুমিতো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছে, কেননা তুমিধূলি এবং ধূলিতেই প্রতিগমন করিবে"। (আদিপুস্তক ৩:১৯)

বিবৃত পদটির বিষয়বস্তু খুবই পরিষ্কার মনুষ্যজাতির মৃত্যু কোন নূতন জীবন প্রাপ্তির জন্য নয়, এটা মানব কতৃক ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তির ফলাফল। তাই মৃন্ময় মানুষ অবাধ্যতার নিশ্চিত দন্ডাজ্ঞার কারনেই মৃত্তিকাতেই প্রতিগমন করে। আদিপুস্তকে যেটা বলে-

"তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট ছিল, পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল ...কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণি ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল" (অবশ্যই তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে) আদিপুস্তক ৬:১১-১২।

ঈশ্বরের দন্ডাজ্ঞাতে পৃথিবীস্থ স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু সকল প্রাণকে একই দিনে বিনষ্ট ধ্বংস হতে হয়েছিল।

> "তাহাতে ভূচর মরিল... স্থলচর যত প্রাণির নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল সকলে মরিল।" (আদিপুস্তক ৭:২১-২২)

মানুষ এবং পশু (Man and Animals)

পবিত্র বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে মানুষ এবং পশুর প্রকৃতিগত অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে। গীতরচয়ক ১০৪:২৯ পদে উভয়ের সম্পর্কে ব্যক্ত করেছে,

> "ঈশ্বর তাহাদের নিশ্বাস হরণ করিলে তাহারা মরিয়া যায়, তাহাদের ধূলিতে প্রতিগমন করে।"

উপদেশকের রচয়িতা এই সম্পর্কে খুবই পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন ৩:১৮-২১ পদে,

> "কেননা মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই প্রতি একরূপ ঘটনা ঘটে; এ যেমন মরে, সে তেমনি মরে; এবং তাহাদের সকলেরই নিশ্বাস এক; পশু হইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, কেননা সকলই অসার। সকলেই এক স্থানে গমন করে, সকলেই ধূলি হইতে উৎপন্ন, এবং সকলেই ধূলিতে প্রতিগমন করে।" (৩:১৯-২০)।

৩:২১ পদের শেষাংশ আমাদের এই পুস্তিকাটির আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ পদ বা বক্তব্য

> "মনুষ্য-সন্তানদের আত্মা ঊর্ধ্বগামী হয় ও পশুর আত্মা ভূতলের দিকে অধোগামী হয়, ইহা কে জানে?" (৩:২১)

কত নির্ভেজাল উক্তি। সত্যিই ঈশ্বর ছাড়া কে তা দেখতে পারে বা বলতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মূল হিব্রু ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ কালে ১৯ পদে যদিও দুটি শব্দ spirit এবং breath ব্যবহার করা হয়েছিল এবং একই ভাবে বাংলা অনুবাদে আত্মা এবং নিঃশ্বাস ২টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এতে বোঝানো হয়েছে "আত্মাই" হচ্ছে সজীবতা বা জীবন যেটার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কারণ সরূপ বা নিঃশ্বাসকে সচল রাখে, নিঃশ্বাসের বন্ধের ফলেই আত্মা অচল হয় বা আত্মার কার্যকারিতা ও বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাণ (soul) এর মৃত্যু হয়। ঈশ্বর কতৃক মিশরীয়দের উপর ১০টি আঘাত বর্ণনা করতে গিয়ে গীত রচয়ক ৭৮:৫০ গীতে বলেছেন, "তিনি (ঈশ্বর) নিজ ক্রোধের... মৃত্যু হইতে তাহাদের (soul) প্রাণ রক্ষা করেন নাই" অতপর: আরও রচয়িতা যোগ করে বলেছেন, কিন্তু তাহাদের জীবন (life) মহামারীর হস্তে দিলেন। এই পদ থেকে ও বোঝা যায় প্রাণ এবং জীবন একই অর্থে ব্যবহার হয়।

ঈশ্বর যিহিষ্কেল ভাববাদীর দ্বারা দুই বার ঘোষনা দিয়েছেন, "যেই প্রাণি পাপ করে সেই মরিবে" (যিহিষ্কেল ১৮:৪,২০)। শিমশোন তার জীবনের শেষ কাতোরিক্তেতে ঈশ্বরকে বলেছিলেন, "আর পলেষ্টীয়দের সহিত আমর প্রাণ যাউক..." (বিচারকর্তৃগণ ১৬:৩০)।

উপরোক্ত আলোচনার উপসংহারে বলা যায়,, 'প্রাণ' (soul) একজন ব্যক্তি (তাই ইংরেজী dictionary তে soul এর পাশে n লেখা অর্থাৎ noun লেখা আছে) হিসেবে বোঝানো হয়, সজীব মানুষ, যখন সেই মানুষটির মৃত্যু হয়, তার সাথে সেই 'প্রাণ' বা জীবন এরও মৃত্যু হয়।

মনুষ্য ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিতঃ (Man in God's Image)

এ উক্তির অর্থ কি বোঝায় না যে মানুষ, পশুর থেকে উত্তম, না তা কখনই না। এটা সত্যি যে, আদি পুস্তক ১:২৬ পদ বলে "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি..."। অন্যকথায় বলা যেতে পারে, প্রকৃতি গত দিক থেকে মনুষ্যজাতি এবং পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই শুধুমাত্র মনুষ্য, পশুর থেকে উত্তম , উন্নত বুদ্ধি ধারণ করে যার দ্বারা সে কিনা ঈশ্বরকে বুঝতে ও জানতে সক্ষম হয় তাই গীত রচিয়তা তাঁর (৪৯:২০) গীতে লিখেছেন,

> "যে মনুষ্য ঐশ্বর্যশালী অথচ *অবোধ*, সে নশ্বর পশুদের সদৃশ"।

সুতরাং 'বোধ' বা বুঝতে সক্ষম সেটাই মানুষ এবং পশুর মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বোধ, বলতে কি বোঝানো হয়? এর উত্তর পেতে বাইবেলের নূতন নিয়ম সাহায্য করে, (পরবর্তীতে আমরা সে আলোচনায় যাবো) পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন পদ আলোচনার দ্বারা আমরা এই মর্মে নিশ্চিত যে, মৃত ব্যক্তিরা কবরে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায় বিশ্রামে থাকে সে যতবড়ই রাজাবাদশা অথবা গরীব ব্যক্তির মৃতদেহ হোক না কেন। তাই গীত রচয়িতা তাঁর ১৪৬:৪ গীতে বলেছেন,

> "তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে; সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়।"

দায়ূদ তাঁর প্রার্থনায় ঈশ্বরের করুনাভিক্ষা করে লিখেছেন, গীত ৬:৫

> "কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না, পাতালে কে তোমার স্তব করিবে?"

একই বিষয় ১১৫ গীত ১৭পদে উল্লেখ আছে

> "মৃতেরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না, যাহারা নিস্তব্ধ স্থানে নামে, তাহারা কেহ করে না।"

এসম্পর্কে উপদেশক ৯:৫-১০ পদ স্পষ্ট।

"কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না... তাহাদের প্রেম, তাহাদের দ্বেষ ও তাহাদের ঈর্ষা সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে... তোমার হস্ত যে কোন কার্য করিতে পারে, তোমার শক্তির সহিত তাহা কর; কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পাতালে কোন কার্য কি সঙ্কল্প, কি বিদ্যা কি প্রজ্ঞা, কিছুই নাই"।

এই আলোচনায় খুবই পরিষ্কার যে, মৃতদের স্থান হচ্ছে, এই পৃথিবীর মৃত্তিকায় (মৃত্তিকা যা দিয়ে মানুষ নির্মিত) "কবরে বা ভূতলে" এবং "জ্ঞানহীন নিথর"।

মৃত্যুতে ঘুমন্ত অবস্থা (The Sleep of Death)

দানিয়েল পুস্তকে এসম্পের্কে একটি চমৎকার মন্তব্য আছে, এটা এই কারনেই বিশেষ চমৎকৃত স্থান পেয়েছে কারণ নূতন নিয়মেও একই রকম ধারনা বিবৃত আছে। দানিয়েল ভাববাদী বিবৃত করেছেন অন্তিম সময়ে বা শেষ দিনের ঘটনাবলী যেখানে পৃথিবীর চরম দুঃসময়ের (যে অবস্থা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আবারও একবার তাঁর প্রচন্ড ক্ষমতা দেখাবেন দানিয়েল ১২:১-২

"আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে- কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে।"

এই মন্তব্যটি ঈশ্বরে বিশ্বস্ত সেবকগণকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করে তাঁরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হবেন, কিন্তু লক্ষ্য করা যাক পদটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয় সেই বিশেষ পুরষ্কার পাবার পূর্ব পর্যন্ত তারা কোথায় অবস্থান করবে? হ্যাঁ, তারা কবরে অথাৎ পৃথিবীস্থ ধূলিতে শায়িত থাকবে। উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনায়, বাইবেলের উক্ত পদে আমরা দানিয়েলের মন্তব্যের প্রমান পেয়েছি। তারপরও কিছু কিছু পাঠকের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে বেশীর ভাগ পদ তো পুরাতন নিয়ম থেকে উক্ত করা হয়েছে নূতন নিয়মে হয়তো এর থেকে ভিন্ন বা নূতনতর কোন ধারনার প্রকাশ থাকতে পারে, কারণ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার যেহেতু।

যীশু, প্রেরিত গণ এবং পুরাতন নিয়ম
(Jesus, The Apostles and the Old Testament)

উপরোক্ত ধারনা বা প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবার জন্য প্রথমত: আমাদের বুঝতে হবে যীশু খ্রীষ্ট এবং তারপর তার প্ররিতগণের 'পুরাতন নিয়ম' বলে পরিচিত বাইবেলের অংশটি সম্পর্কে কি ধরনের মনোভাব ছিল। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার এবং সবধরনের প্রশ্নের উর্দ্ধে যে তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে 'ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়মের প্রতি অবনত ছিলেন, ভাববাদীগণের, গীত রচয়িতাগনের বাক্যে অনুপ্রানিত হতেন, তাঁদের প্রচারে, বক্তব্যে তাঁরা পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অংশ, পদ উদ্ধৃতি করতেন, তাঁরা কখনও সেই বিষয়ের সঙ্গে বিরূপ বা দন্দমূলক ভাবপ্রকাশ করেননি। নূতন নিয়মের লেখকগণের শিক্ষা প্রকাশ এবং উদাহরনর্পূন ঘটনাবলীর সাথে পুরাতন

নিয়মের বর্ণনায় হুবহু মিল রয়েছে, এখানে কিছু উল্লেখ করা গেল যেমন, গালীলে দুঃসময়ের ঘটনা, রোমীয় সৈন্যরা ধর্মযুদ্ধে শত শত যিহুদীকে হত্যা করেছিল, কিছু কিছু যিহুদী পালিয়ে এসে বেঁচে গিয়েছিল এবং যীশুর কাছে গালীল প্রদেশের হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা যখন বর্ণনা করছিল তখন যীশু তাদের প্রশ্ন করেছিলেন "তোমরা কি মনে কর সকল হত্যাকৃত যিহুদীরা ঐ প্রদেশে বসবাসকৃত সকল যিহুদীদের থেকে বেশী পাপী তাই তারা শাস্তি পেয়েছে? না মোটেই তা নয়, কিন্তু আমি তোমাদের নিগূঢ় সত্য বলছি, যদি "মন না ফিরাও তোমরা সকলেই তদ্রুপ বিনষ্ট হইবে", "বিনষ্ট" শব্দ বলতে আমরা কি বুঝি, পরিষ্কার ভাষায় বলা যায় আমাদের জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া, যীশুর গালীলীয়দের উদ্দেশ্য ঐ মন্তব্য (লূক ১৩:১-৩) কোন সত্যের ব্যতিক্রম নয়, সকল মনুষ্যই বিনষ্ট হইবে যদি না তারা মন ফিরায়। গীত ৪৯:১০-১২ পদ গুলিতে একই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, মানুষ পশুবৎ হয় যতক্ষন তার বোধ না হয়। 'বোধ'বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়? এতক্ষনে আমাদের আলোচনাকৃত পুস্তিকার শুরুর প্রশ্নের উত্তর মনে হয় পেয়েছি যে, মৃত্যু (বিনষ্ট) এবং মন ফিরানো বা অনুতপ্ত হওয়া, অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

যীশুর দানিয়েল ভাববাদীর সাথে একই রকম মত পোষন করেছেন। দানিয়েল পুস্তকে ১২:২

> "মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে..."।

যীশুর একই রকম বক্তব্য যেটা যোহন সুসমাচারে লিপিবদ্ধ আছে যোহন ৫ঃ২৮-২৯

> "...কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকার্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে"।

(যীশুর "সকলে" এবং দানিয়েল ভাববাদীর "অনেকে" একই মত প্রকাশ করছে মৃতদের পুনঃজাগরণে অবস্থানের ব্যাপারে, যীশুর "কবরস্থ" দানিয়েল ভাববাদীর "মৃত্তিকার ধূলিতে" যীশুর বলা "পুনরুত্থানের জন্য" বাহির এবং দানিয়েলের ভবিষ্যৎ বানী "জাগ্রত", জীবন না হয় "অনন্তমৃত্যুর জন্য"। প্রভু যীশু এবং দানিয়েলের উক্তি একই সূত্রে গাঁথা। প্রভু নিজে পুরাতন নিয়মকে সমর্থন করে বলেছেন স্থান, অবস্থা এবং পরবর্তী ভাগ্য সম্পর্কে। প্রেরিতগণও একই শিক্ষা চালু রেখে একই মত পোষন করতেন। যোহনের অতি পরিচিত পদ, যোহন ৩ঃ১৬

> "ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, *সে বিনষ্ট না হয়,* কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"।

কিছু কিছু পদের মত এই পদেরও মূলশব্দ "বিশ্বাস" যারা যীশুতে বিশ্বাস করে না তারা বিনষ্ট হবে, আর সেটাই হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের হরণ।

প্রেরিত পৌল একই ধরনের বক্তব্য রেখেছে ইফিষিয় মন্ডলীর কাছে তাঁর পত্রে (যখন সেই মন্ডলীর সদস্যরা যীশুকে গ্রহন করেনি) ইফিষীয় ২:১২ পদে

> "তৎকালে তোমরা ছিলে খ্রীষ্ট বিহীন... তোমাদের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে"।

এই পদটি খুবই সহজভাবে আমাদের ব্যাখ্যা দেয় যে, যদি না আমরা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজ নিজ সর্ম্পক স্থাপন করি অর্থাৎ ঈশ্বর যেভাবে... সেভাবে যদি না ঈশ্বরকে সন্তষ্ট করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন আশাহীন। উল্লেখ্য যে মানুষের এই 'বোধ' কত মূল্যবান যা কিনা তাকে তার নির্ধারিত ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

প্রেরিতগণ বাইবেল পাঠকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, কেউই যেন তাদের ভবিষ্যৎ, পূর্ব পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখা করতে পারবে বলে খুব নিশ্চিত না হয় কারণ কেউই জানে না আগামীকাল কি ঘটবে, এবং তিনি আরও বলেছেন,

> "তোমরা ত কল্যকার তত্ত্ব জান না; তোমাদের জীবন কি প্রকার? তোমরা ত বাষ্পস্বরূপ, যাহা ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে অন্তর্হিত হয়"। (যাকোব ৪ঃ১৪)

দানিয়েল ভাববাদী মৃতদের সম্পর্কে বলেছেন তারা কবরে 'নিদ্রিত' অবস্থায় আছে সেই সর্ম্পকে প্রেরিত পৌলও অনেকটা একই মন্তব্য করেছেন থিষলনীকয় মন্ডলীর কাছে প্রেরিত পত্রে যে সকল ব্যক্তি খ্রীষ্টেতে মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের সম্পর্কে,

> "আমরা চাহি না যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়, তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক; যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত না হও... কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।" (১ম থিষলনীকীয় ৪ঃ১৩,১৬)

লক্ষ্যনীয় যারা যীশুতে বিশ্বাসী (১৪পদ) হয়ে নিদ্রাগত হয়েছে তাদের প্রত্যাশাও আছে মৃত্যু থেকে উত্থিত হবার আর যীশুতে অবিশ্বাসীদের কোন প্রত্যাশায় নেই, বিশেষ লক্ষ্যনীয় যীশু মরিয়াছেন এবং উঠিয়াছেন' তেমনি তাহতে নিদ্রাগত গনকে ও ঈশ্বর উঠাইবেন উপরোক্ত মূল আলোচ্য বিষয় যা নূতন এবং পুরাতন নিয়ম উভয় অংশেই সমান প্রাধান্য পেয়েছে এবং সুসমাচারের মূল বিষয় বলতেও সেটাই বোঝায়।

মৃতদের পুনরুজীবন (The Resurrection of the Dead)

যারা সবসময়ই বিশ্বাস করে এসেছে অমর আত্মা বা বস্তুর সাহায্যে মৃত্যুর পরও মানুষ তার জীবনে যেতে পারে, তাদের কাছে কিছুটা আজব লাগে যে, কেন নূতন নিয়মে মৃতদের

পুনরুত্থিত জীবন সম্পর্কিত বর্ণনায় ততবেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সত্যিকার অর্থে এর কারণ বর্ণনাতীত প্রভু যীশু এ সম্পর্কে যিহুদী তথা সমগ্র লোকদের জন্য একটা বিবাহভোজের গল্পে একটা উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা/উপদেশ রেখেছেন,

"...ধার্মিকগণের পুনরুত্থানের সময়ে তুমি প্রতিদান পাইবে" (লূক ১৪:১৩-১৪)।

মৃতবিশ্বাসীরা যখন কবর থেকে উত্থিত হবে তখন তারা পুরস্কৃত হবে।

প্রেরিত পৌল মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছেন, যদি খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে উত্থিত না হন তাহলে অন্য কেউই উত্থিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে যাঁরা খ্রীষ্টেতে মৃত্যু বরণ করেছেন সকলেই বিনষ্ট হবেন... (১ম করি ১৫:১৮) (লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হচ্ছে, যাঁরা খ্রীষ্টের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদেরই যদি বিনষ্ট হতে হয় তাহলে যারা খ্রীষ্টেতে মৃত্যুবরণ করেনি তাদের ভাগ্যে কি হবে?)

কিন্তু সন্দেহের কোন বিষয় নেই খ্রীষ্ট স্বয়ং মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন, ১ম করি ১৫:২০ পদ "তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ"। ৫ অধ্যায়ে পৌল ৬ পদে, ১৮ ও ২০ পদে মোট তিন বার মৃত ব্যক্তিদেরকে নিদ্রাগত বলে উল্লেখ্য করেছেন। ১ম করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে বিবরণ দিয়েছেন, ৫০-৫৪ পদে

"রক্ত মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না; এবং ক্ষয় অক্ষয়তার অধিকারী হয় না। দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইব; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরী কৃত হইব। কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে। আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মর্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।"।

সুতরাং উপরোক্ত বিভিন্ন বাইবেল পদ এবং অধ্যায় বিশ্লেষন শেষে এই সিদ্ধান্ত পৌছানো যায় যে, পবিত্র বাইবেল পরিষ্কার ভাবে ধার্মিক/বিশ্বাসীদের মৃতপরবর্তী কালে আত্মার অন্য কোথাও বসবাসের পরিবর্তে নিদিষ্ট পুরষ্কারের সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়। অমর, অক্ষয় দেহ ধারন সম্পর্কে, বর্তমান দেহ ধ্বংস হবে, বিনষ্ট হয়ে এমন একটি আকর ধারন করবে যা কখন ও বিনষ্ট হবে না, অমর, অনন্ত কালীন জীবনের নিশ্চয়তা দেয়া আছে পবিত্র বাইবেলে । এর কারনটি খুবই চমৎকৃত, বিশ্বস্তদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় স্বয়ং ঈশ্বরের হাত। যে সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসী কবর প্রাপ্তির পর পুনরুত্থিত হয়ে নবজীবন পাবে তারা নূতন দেহে, ব্যস্ত থাকবে ঈশ্বরের কাজে, এই

পৃথিবীস্থ যে সকল জাতি বা মানুষ ঈশ্বরকে অবহেলা করেছে, ভয় করেনি, শতাব্দীকাল ধরে ঈশ্বরকে আলোকিত করে ঈশ্বরের লোক করার কাজ করতে হবে আর এটাই হচ্ছে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং তাঁর রাজত্বকালের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু... (But...?)

নূতন নিয়মের বিভিন্ন অংশ কি মৃত্যুর পরও জীবিত হবার সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি?।

অবশ্যই কিছু কিছু পদ গুলিকে মনোযোগের সাথে বিশ্লেষন করলে বোঝা যাবে সম্পূর্ণ বাইবেলের শিক্ষার সাথে একটি সুক্ষ যোগাযোগ আছে অর্থাৎ একই সূত্রে গাঁথা। এখানে অতিপরিচিত কিছু পদের শব্দের উল্লেখ করে ব্যাখা করা গেল,

পাতাল/নরক: পুরাতন নিয়মে হিব্রু শব্দের অনুবাদ Hell বাংলায় অনুবাদ করা, যার অর্থ করা যেতে পারে আবরনকৃত বদ্ধ স্থান অথবা গুদামাকার স্থান। ইংরেজী অনুবাদ ৩১ বার "Hell" (নরক) এবং ৩১ বার "Grave" (কবর) দুটি শব্দ হলেও মূলত পবিত্র বাইবেলে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, আদিপুস্তক ৩৭:৩৫ পদে যাকোব তাঁর পুত্র যোষেককে হারিয়ে শোকে অভিভুত হয়ে বলেছিলেন, "...আমি শোক করিতে পাতালে নামিব"। গীত ৬:৫ "...পাতালে কে তোমার স্তর করিবে"?। উপদেশক ৯:১০ "সেই পাতালে কোন কার্য কি সঙ্কল্প, কি বিদ্যা কি প্রজ্ঞা, কিছুই নাই"।

খ্রীষ্টের সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যৎ বানী গীত ১৬:১০ "তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না" অর্থাৎ ঈশ্বর খ্রীষ্টকে বা খ্রীষ্টের জীবন পরিত্যাগ করবেন না এবং পদটির শেষ এইভাবে তিনি "নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবেন না"।

নূতন নিয়মে পিতরের দ্বারা এই পদটির গ্রীক শব্দ (ইংরেজী অনুবাদ Hell) ব্যবহার করেছেন যে শব্দের একই অর্থ গীতে এবং দায়ূদ যেখানে হিব্রু শব্দে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, পিতর একই ভাবে একই অর্থে বুঝিয়েছেন।

গেহেনা: নূতন নিয়মে hell বা নরক শব্দটিকে একটি চমৎকার ইংরেজী শব্দ "গেহেনা" শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। যেরুশালেম নগরের বাইরে আর্বজনাস্তুপী কৃত স্থানের নাম গেহেনা। (Grimm Thayer's) থাইরাসের রচিত গ্রীক ইংরেজী শব্দকোষ বা অভিধানে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ "গেহেনা" হচ্ছে যিরূশালেম নগরের দক্ষিন পূর্ব কোনে একটি বিশেষ উপত্যকা যেখানে নগরবাসীর আবর্জনা স্তপীকৃত হতো পরবর্তীতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হতো আর ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অশান্ত ক্রন্দনরত শিশুদের সেই অগ্নিতে ফেলতো মোলকের জলন্ত হাতে (মোলকের আকার ছিল বাল দেবতার আকার)। যোবুশয় রাজা তাঁর রাজত্ব কালে এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচারন আদেশজারী করে বন্ধ (২য় রাজাবলী ২৩:১০) করে দেওয়াতে যিহুদী সমাজের দ্বারা প্রশংসিত হন। তারপরও কুসংস্কারাছন্নরা বালদেবতাকে সন্তুষ্ট

করার জন্য মৃতজীবজন্তুর দেহ এবং রাষ্ট্রদ্রোহী গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত অপরাধীর মৃতদেহ "গেহেনার" জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতো, তারা কখন ও চাইতো না গেহেনার আগুন নিভে যাক। তাই সমস্ত রকম আবর্জনা, বিশেষত মরদেহের পোড়া গন্ধে আশে পাশের বাতাস দূষিত হতো, বাতাসে শুধুমাত্র মাংসের পোড়া গন্ধ প্রবাহিত হতো, এইভাবেই সেহ স্থানের নামকরণ হয় "গেহেনা" বা অগ্নি কুন্ড।

নূতন নিয়মে ১২ বার "গেহেনা" শব্দের উল্লেখ আছে, ১১ বার যিহুদীদের দ্বারা এবং যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং বলেছেন,

> "আর তোমার হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেল; দুই হস্ত লইয়া নরকে, সেই অনির্বাণ অগ্নিতে, যাওয়া অপেক্ষা, বরং নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল।" (মার্ক ৯:৪৩-৪৮)

তাঁর শিষ্যদের জীবানাচারণ সম্পর্কে সর্তক করে তিনি বলেছেন আমাদের হস্ত, চুক্ষ, পা অর্থাৎ দেহের যে কোন একটি অঙ্গ যদি ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন ঘটায় তাহলে তা কেটে অর্ণিবান অগ্নিতে (নরক/গেহেনা) নিক্ষেপ করা উত্তম। যীশু বোঝাতে চেয়েছেন, 'গেহেনার' অর্থ হচ্ছে মনুষ্য তার হাতের দ্বারা কোন কাজ বা পা দ্বারা চালিত হয়ে কোন নিষিদ্ধ স্থানে গমন অথবা এমন কোন বস্তু যা আমাদের চক্ষু অবলোকন করে এবং এসব যদি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য বাধাসরূপ হয় তাহলে আমরা যেন সেগুলি না করি, যদি আমরা সেই অন্তরায়গুলি আমাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে দুর করে না দিই তাহলে আমাদের সেই দুষ্টতা, মন্দতাপূর্ণ আচরনগুলি দ্বারা জীবন বিনষ্ট হয়ে অনন্ত জীবন প্রাপ্তির পরিবর্তে অনন্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হবে। গেহেনার অর্ণিবান আগুনের শিখা বা পোকাগুলি চিরতরে ধ্বংসের প্রতীক, ঐ নির্বান অনন্তকালীন নয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ঘটায়। সুতরাং 'গেহেনা' কে শেষকালীন বিচারের ফল প্রাপ্তির প্রতিরূপ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পবিত্রশাস্ত্রে উল্লেখিত অনান্য স্থানে 'গেহেনা' প্রায় উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আত্মা বা **প্রাণ** পুস্তিকাটির শুরুতে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অধ্যায় বা অংশ উল্লেখে আলোচনা করো হয়েছে এবং দেখা যায় যে, আত্মা বা প্রাণ হচ্ছে একজন ব্যক্তি, একটি জীবনের অস্তিত্বকে বোঝায় বা পাপ করে যে বেঁচে থাকতে পারে এবং যে মরে।

মূল বাইবেল স্ক্রিপ্ট থেকে ইংরেজীতে (তার পর বাংলায়) যে শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে এবং নূতন নিয়মে ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ১০০ বার ৫৮ বার আত্মা বা প্রাণ বা soul ৪০ বার জীবন (life) এবং মন (mind) এ প্রসঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের উক্তি, তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বলা একটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য,

"কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা পাইবে। বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিবে?" (মথি ১৬:৫:২৬)

এখানে উল্লেখ শব্দ 'প্রাণ' ই হচ্ছে মনুষ্য জীবন। আরেকটি পদ মথি ১০ঃ২৮

"আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা (প্রাণ বা জীবনের অস্তিত্ব) বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয়করিও না, কিন্তু যিনি (ঈশ্বর)আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে (গেহেনা) বিনষ্ট করিতে পারেন বরং তাহকে ভয় কর"।

যীশুর কথিত এইপদ থেকে বোঝা আত্মার মৃত্যু হয়, যীশুর উক্ত পদটি অনুধাবন করা খুব কঠিন নয়, তিনি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন, একজন বিশ্বস্তকে কোন কারণে মৃত্যুবরন করতে হলেও অদূর ভবিষ্যৎতে সে তার জীবন বা প্রাণ ফিরে পাবে, (মৃতদের পুনরুত্থিত কালে যে বিষয়ে আমরা পূর্ব আলোচানয় লক্ষ্য করেছি) পদটিতে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার অবিশ্বস্তরা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে বিচারের দ্বারা 'গেহেনা' প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে বিচার কার্যকে বোঝাবার জন্য। যীশুতে অবিশ্বস্ত ব্যক্তি মৃত্যুর সাথে সাথে চিরতরে সে তার 'প্রাণ' বা 'আত্মাও' হারাবে।

যীশু এই সম্পর্কে একটি গল্পও বলেছেন **ধনীব্যক্তি এবং লাসারের** গল্প লূক **১৬:১৯-৩১** পদ (যে সকল পাঠক এই গল্পের মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ তাদেরকে অনুরোধ করছি গল্পটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে) বিষয়টি এরকম, লাসারের মৃত্যুর পর ভিখারী লাসারের দেহটিকে দূতগণ বহন করে নিয়ে আব্রাহামের কোলে বসালেন, অত:পর উল্লেখিত ধনবান ব্যক্তিটির মৃত্যু হলে পাতালে যাতনার মধ্যে দূর হতে দেখলেন লাসারকে, আব্রাহামকে মিনতি করে বলেছেন, লাসারকে দিয়ে এক ফোঁটা শীতল জল যেন তার উত্তপ্ত জিহ্বাতে দিয়ে তাকে যন্ত্রনামুক্ত করে, কিন্তু অব্রাহাম তার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন, কারণ জগতের কথিত ধনীকে শাস্তি পেতেই হবে, এবং অব্রাহাম লাসার যে স্থানে আছে সেস্থানে ধনী ব্যক্তিটি অনুরোধ করলো লাসারকে যেন তার পিতার বাটীতে পাঠিয়ে তার আর ও পাঁচটি ভাইকে সর্তক করেন যাতে তাদের ভাগ্যে তার মত না ঘটে। কিন্তু, ধনী ব্যক্তিটির সেইঅনুরোধও প্রত্যাখিত হয়। এই কহিনীতে বর্ণিত কিছু কিছু দৃশ্যকে হুবহু বা আক্ষরিক ভাবে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না, মৃত্যুর পর ধার্মিক ব্যক্তিটি স্থান পেয়েছে 'নন্দন কানন বা স্বর্গে আব্রাহামের কোলে, অপর দিকে ধনীব্যক্তিটি নরকে। আবার যেমন এক ফোঁটা শীতল জল'দিয়ে যন্ত্রনাকাতর কষ্টপ্রাপ্ত মৃতব্যক্তির জিহ্বাকে প্রশমিত করার বিষয়, উল্লেখ্য যে, সত্যিকার অর্থে মৃতব্যাক্তি কবরে ঐ ধরনের কোন শাস্তি ভোগ করেনা, দৃশ্যটি দৃষ্টান্তকারে বোঝানো হয়েছে তথাকথিত যিহুদী সম্প্রদায়ে ঐ সকল বিষয় ঐতিহ্যগত ভাবে স্থান পেত এবং এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও দৃঢ় ছিল। বিষয়কে চমৎকার ভাবে

উপস্থাপন দ্বারা যীশু খ্রীষ্ট যিহুদীদের সেই নিজস্ব মতামত কে অস্বীকার / বাতিল করার জন্য বাসার এবং আব্রাহামের ঘটনার অবতারনা করেছিলেন, শেষ দুটি পদের মধ্যে (লূক ১৬:৩০-৩১) যীশুর কথিত কাহিনীর গুরুত্ব বা শিক্ষা পাওয়া যায়, যখন ধনী ব্যক্তিটি আব্রাহামকে অনুবোধ জানালো লাসারকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে তার ভাইদেরকে সর্তক করবার জন্য, অব্রাহাম তাকে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন তাহারা যদি মোশীর ও ভাববাদীদের কথা না মানে, তবে মৃতগণের মধ্য হইতে কেহ উঠিলে ও তাহারা মানিবে না।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে যীশুর বলা ঐ গল্পে উপরোক্ত মন্তব্যটি সত্য বলে প্রমানিত হয়েছিল, মার্থা, মরিয়মের ভাই লাসার কবরপ্রাপ্ত হবার পর যীশু স্বয়ং তার ক্ষমতাবলে লাসারকে পুনরুত্থিত করে পুন:জীবন দান করার মধ্যে দিয়ে সেই ঘটনায় চাঞ্চল্যতা আনে যিহুদী সমাজে কারণ সেটা ছিল অতীব আর্শ্চয্য কাজ কিন্তু অনেকের বিশ্বাসের তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি বরং যিহুদী নেতারা আরও অধিক সচেষ্ট হয় যীশুকে হত্যার পরিকল্পনায়।শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, যীশুর মৃত্যুর পর মাত্র ৩ দিনে তিনি পুনরুত্থিত হন। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী প্রমান থাকা সত্ত্বেও যিহুদী কৃতপক্ষ, তৎকালীন যিহুদী সমাজ যীশুর পুনরুত্থান এবং তাকে 'ঈশ্বর পুত্র' বলে স্বীকার করে বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানায়, এর থেকে বোঝা যায় তারা মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীদের লিখিত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় বচন এমনকি পরিত্রানকর্তা হিসেবে যীশুকে গ্রহন ও শাস্ত্র মেনে চলতে অজ্ঞতা প্রকাশ ও অস্বীকার করে।

মূলত: এই বিষয়টিই ছিল লাসার এবং ধনী ব্যক্তির কাহিনীর অর্ন্তণিহিত শিক্ষা যেটা যীশু নিজে অভিহিত ছিলেন এবং অন্যদেরকেও বুঝতে সাহায্য করেন, কাহিনীটি মৃতদের কবরস্থিত থাকাকালীন অবস্থার কোন কাহিনী নয়।

পবিত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে একই সত্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লুক ২৩:৩৯-৪৩ পদে **ক্রুশে টাঙ্গনো দুষ্কর্মকারীর সাথে** যীশুর কথোপকথনের বিষয়টিতে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। যীশুর দুপাশে ক্রুশে টাঙ্গানো দুজন দুষ্কর্মকারীর মধ্যে একজন মৃত্যু যন্ত্রনাকাতর অবস্থাতে ও নিজের কৃত দুষ্কর্মের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে দোষী সব্যস্ত করে স্বান্তনা পায় তার শাস্তির জন্য এবং অন্যপাশে যীশুর দিকে তাকিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে মনে মনে এইভেবে, একজন নির্দোষ ব্যক্তি বিনা অপরাধে তারই সমান শাস্তি পাচ্ছেন, তাই সে বিনতি করে যীশুকে বলে, "প্রভু আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন" (৪২পদ)।

সত্যিই একজন অসাধু ব্যক্তির উপরোক্ত কাতোরিক্তিটি ছিল অসাধারন, যার মধ্যে দিয়ে অনিবার্য কতগুলি সত্য প্রকাশিত হয়েছে-

(১) সেই দুষ্কর্মকারীর যীশুকে প্রভু বলে স্কীকার।

(২) সে বিশ্বাস করেছে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পরও যীশু তাঁর জীবন আবার ফিরে পাবেন।

(৩) অদূর ভবিষ্যৎতে যীশু ফিরে আসবেন তাঁর রাজ্যে।

(৪) যীশু যখন তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করবেন তখন যেন তিনি তাকে স্মরণ করেন।

সেই ক্রুশধারী ব্যক্তিটির মানসিক অবস্থার বহি:প্রকাশ উপরোক্ত চারটি বিষয়ই কিন্তু নূতন নিয়ম শিক্ষা দেয়। এবার দৃষ্টি দেয়া যাক যীশু তাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন,

"আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে"।

পবিত্রশাস্ত্রের এই অংশটির মূল স্ক্রিপ্টে গ্রীক শব্দগুলি বড় বড় হরফে লেখা কোন কমা চিহ্ন ছাড়া, বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেবেন তাতে কিন্তু যীশুর প্রতিজ্ঞা এবং কোন অর্থে তিনি ব্যবহার করেছেন, এটার কিন্তু কোন পার্থক্য হবে না। এখানে শাস্ত্রের আর ও কিছু অংশ বিবেচনায় আনা যেতে পারে

(১) প্রভু যীশু খুবই সাধারণ হিব্রু কথোপোকথনে ব্যবহৃত শব্দ (অদ্য) ব্যবহার করেছিলেন, যেটা সচারচর পুরাতন নিয়মের মূলস্ক্রিপ্টে পাওয়া যায়, উদাহরন সরূপ দ্বিতীয় বিবরন ৪ অধ্যায় ২৬,৩৯,৪০ পদে অদ্য শব্দটি ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন বর্ণনায় ২৬ পদ "আমি *অদ্য* তোমাদের বিরুদ্ধে স্বর্গ মর্ত্যকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি..."; ৩৯ পদ "অতএব *অদ্য* জ্ঞাত হও, মনে রাখ যে..."; ৪০পদ "এই জন্য আমি তাঁহার যে সকল বিধি ও আজ্ঞা *অদ্য* তোমাকে আদেশ করিলাম, তাহা পালন করিও"।

(২) উল্লেখিত সেই দিনটিতে যীশু কোথায় ছিলেন কোনক্রমেই স্বর্গরাজ্যে মহিমামন্ডিত অবস্থায় নয়। তিনি গুহার গহ্বরে ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি তাঁর জীবিত অবস্থায় ফরীশী সদ্দুকীদের কাছে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, মথি ১২:৪০পদে "তেমনি মনুষ্যপুত্র ও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন"। এই গর্ভ শব্দটি বা (ইংরেজী বাইবেলে heart of the earth) Heart করবস্থ শব্দটি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) অত:পর 'পরমদেশ' বা Paradise বলতে যীশু কি বোঝাতে চেয়েছেন? স্মরণ রাখা প্রয়োজন বাইবেলের শব্দার্থ এবং যেকোন অংশের ব্যাখ্যা বাইবেলই প্রদান করে থাকে। Paradise শব্দটি মূল পারসিয়ান শব্দ থেকে ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়েছে। প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমনে সিয়োনের দৃশ্যপট বর্ণনা দিতে গিয়ে যিশাইয় তাঁর পুস্তকে ৫১:৩ পদে বলেছেন,

"সদাপ্রভু সিয়োনকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, তিনি তাহার সমস্ত উৎসন্ন স্থানকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, এবং তাহার প্রান্তরকে এদনের ন্যায়, ও তাহার শুষ্ক ভূমিকে সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় করিয়াছেন।"

যীশু খ্রীষ্টের সময়কালের প্রায় ২০০ বছর পূর্বে একজন গ্রীক অনুবাদক পুরাতন নিয়ম অনুবাদকালে হিব্রু শব্দের অনুবাদ paradises (যার ইংরেজী অনুবাদ Garden) শব্দটি

ব্যবহার করেন ক্রুশবিদ্ধ দুষ্কর্মকারী বিনতির উত্তরে যীশু ঐ 'প্যারাডাইস' শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। অন্য ক্ষেত্রে যিশাইয় ভাববাদী একই শব্দ Garden বা উদ্যান ব্যবহার করেছেন, ঈশ্বর কৃতক প্রতিজ্ঞাতে দেশ বা ভূমি যেটা ইস্রায়েল জাতির জন্য নির্ধারিত সে দেশের উন্নতি উর্বরতা বোঝাতে, যীশু খ্রীষ্টের সময়ে বা রাজত্বকালে ইস্রায়েল জাতি সেই প্রতিজ্ঞাত ভূমি ফিরে পাবে। সুতরাং এই বিষয়টি পরিষ্কার যে বাইবেলের ভাষায় পারাডাইস বা এদোান উদ্যান বা 'পরমদেশ' বোঝানো হয় ঈশ্বরের রাজ্য, যেখানে খ্রীষ্টের রাজত্বকালে অসীম আনন্দ, অর্পূব শান্তি সমতা বিরাজিত হবে। ক্রশবিদ্ধ দুষ্কর্মকারীর বিনতির মূলবিষয়টি সে যীশুর ২য় আগমনে বিশ্বাস করে তাঁকে সর্বময় কতৃত্বকারী রূপে বিশ্বাস করেছিল। সুতরাং যীশু এবং দুষ্কর্মকারীর কথপোকথনের অধ্যায়টি কোন গ্রীক পৌরনিক কাহিনী নয় ফলত: বাইবেলে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

পবিত্র শাস্ত্র পাঠাকালে খুবই মনোযোগ সহকারে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মা জীবিত থাকার বিষয়ে বাইবেলের ভাষ্য কি। লাসার এবং অব্রাহমের কাহিনী, দুষ্কর্মকারীর বিনতিতে যীশুর উত্তর ছাড়াও আরও অন্য অধ্যায়ে মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকা সম্পর্কিত বিষয়ে বিবৃত আছে। অনেক পাঠকের মনে হতে পারে বিষয়টি, কিন্তু কতটুকু সত্য? বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষা নয়, এবং সেটি পরীক্ষা করার জন্য খুবই সর্তকভাবে সম্পূর্ণ বাইবেলে এ সম্পর্কিত বর্ণিত বিভিন্ন অংশের অন্তর্ণিহিত মর্ম বিশ্লেষন করতে হবে।

কেন বিষয়টির এত ব্যাপক প্রসার ? (Why so Widespread?)

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পবিত্র বাইবেলে যখন মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকার সপক্ষে কোন শিক্ষা নেই তাহলে তথাকথিত ধার্মিক বা বাইবেল বিশ্বাসী বলে অভিহিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ ধারনাটি এত জনপ্রিয়তা কেন?

ব্যাখ্যাটি বা উত্তরটা খুবই সাদামাটা প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশ বা জাতির মূর্তিপূজক বাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মা জীবিত অবস্থায় বিচরন করে। দীর্ঘায়ু বা জীবনে অমরতা লাভ স্বভাবতই ঐ ধারনা বা অন্ধবিশ্বাসকে পাত্তা দেয়নি, কারণ তারা জানতো এবং দৃঢ় বিশ্বাস করতো যে, মানবদেহ প্রকৃতিগত ভাবেই নশ্বর বা ধ্বংসশীল। সেসব বিশ্বাসীদের দৃষ্টি ছিল নূতন জীবন প্রাপ্তি খৃষ্টের সুসমাচারে যে জীবনের প্রতিজ্ঞা রয়েছে, মৃত্যুতে যে জীবনের শুরু অর্থাৎ যীশুর দ্বিতীয় আগমনে তারা (বিশ্বস্তরা) কবর থেকে পুনরত্থিত হবে, নবজীবন লাভ করবে। সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন গোত্রের মূর্তিপূজারকগণ (তৎকালীন বোমসম্রাজ্যে) খৃষ্টধর্মে দিক্ষীত হয় বিভিন্ন কারণে। খুবই স্বাভাবিকভাবে অনেকেই তাদের দেবদেবীকে খৃষ্টের পাশাপাশি তাদের প্রাচীন মূর্তিগুলিকেও উপাসনা করতে থাকে এবং সেটা সম্ভব হয় গ্রীক প্রাচীন খৃষ্টিয় চর্চগুলির সহযোগীতায়, চার্চের নেতৃবর্গ গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ খৃষ্টধর্মের সাথে

মিলিয়ে মূর্তিপূজকদের সাথে একান্তে উপাসনার পথ খুজেঁ বের করে। সেই সকল মতবাদগুলির মধ্যে একটি প্রধান আকর্ষনীয় বিষয় আত্মার অমর প্রাপ্তি বিশেষ স্থান লাভ করেছিল।

সবথেকে চমকপ্রদ ব্যাপারটি হচ্ছে, যখনই এই বিষয়টি বাইবেল ভিত্তিক কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতো তখনই আদিকালের খৃষ্ট বিশ্বাসীদের সূত্র টানা হতো। ষোড়শ এবং সপ্তাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে চার্চীয় মতবাদ সংস্করণকালে এইরূপ একটি ঘটনার অবতারনা হয়। আরও একটি ঘটনা অতিসম্প্রতি ঘটে, যার মাধ্যমে একজন প্রতিষ্ঠিত ধর্মতত্ত্ববিদ দ্বারা বাইবেল সত্য সর্ব সম্মুখে স্বীকৃত হয়। ১৮৯৭ খৃঃ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক B.F Westcott ২য় তিমথীয় ১:১০ পদের মন্তব্যকালে তাঁর বক্তব্যে তিনি লেখেন, "আমাদের ধর্মমতের মূল বিষয় বা প্রাধান্যযোগ্য আলোচনাটি দেহগত পুনরুত্থান, আত্মার অমরত্ব নয় কারণ আমাদের নশ্বর সমরূপ জীবন যা একমাত্রই প্রতাপ ও মাহীমায় মন্ডিত, আমরা এটারই অধিকারী হবো। এই বক্তব্যটি পৌলের পত্র ফিলিপীয় ৩:২১ পদের অনুরূপে, "তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন, বশীভূত করিতে পারেন, তাহারই গুনে করিবেন। ১৯২৪ খৃঃ লন্ডন শহরের বিশ্প। *Some lessons of Revised Version of the New Testament, p192.

বিশ্প গোর (Bishop Gore) তাঁর মতামতে লেখেন, (The Holy Spirit and the Church, page 288, footnote) "আন্তিক মনে করি... যে, মনুষ্য স্বভাবের মতবাদে মানুষের আত্মা সম্পর্কে যে উক্তি সেটার মধ্যেই কোন সততা বা সাধুভাব নেই, সুতরাং আব্যশাম্ভাবিক ধরে নেওয়া যায় যে, অমরতা .....গ্রীক দর্শন থেকেই প্রচলিত পবিত্র শাস্ত্র থেকে নয়।"

বিশ্বযুদ্ধের বছরে ধর্মমত আশাংকাজনক ভাবে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল, চার্চ অফ ইংল্যান্ড একটি কমিশন ঘটন করে, যেটাতে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় রকেছটরের (Rochester) বিশ্পকে, অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (Community) সদস্যরা-প্রতিনিধী তাতে অংশ নেয়, ১৯৪৫ সনে, 'Towards the Conversion of England' ঐ কমিশনের রিপোর্ট ছাপা হয়। রিপোর্টটির ২৩নং পৃষ্টাতে বর্ণিত মন্তব্যটি এরূপ "The idea of the inherent indestructibiliy of the human soul (or consciousness) owes its origin to Greek, and not to Bible sources. The central theme of the New Testament is eternal life, not for anybody and everybody, but for believers in Christ as risen from the dead" মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ "মনুষ্য আত্মা সহজাতভাবেই অবিনশ্বর এই ধারনাটির উৎপত্তি হয় গ্রীক দশনতত্ত্ব থেকে। নূতন নিয়মের মূল এবং অন্তর্ণিহিত বিষয়বস্তু হচ্ছে 'অনন্তজীবনে' যে জীবন কোন একজন বা সকলের জন্য নয় যারা শুধুমাত্র খ্রীষ্ট এবং তাঁর পুরনুত্থিত জীবনে বিশ্বাসী তারাই সেই অনন্তজীবন প্রাপ্তির আশা করতে পারে।"

আলোচ্য অংশে বর্ণিত বিভিন্ন ধর্মীয়নেতার মন্তব্যের বা কমিশনের রির্পোটের মূল বিষয়বস্তু আশাতীত ভাবে লক্ষ্যনীয় যার সাথে পবিত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মিল আছে। কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীই তার মৃত্যুর পর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাদের জীবন ফিরে পাবে না। প্রকৃতির নিয়মে

সকলকেই কবরের মাটিতে মিশতে হবে, তাদের মধ্যে যারা অনন্তকালীন জীবন পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাদেরকে যীশুর ২য় আগমনে পুনরুত্থিত হবার আশায় কবরেই অবস্থান করতে হবে।

সকলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সংবাদটি (The Vital Message)

পবিত্র বাইবেলের অতিগুরুত্ব পূর্ণ একটি বিষয়ের উপর বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষাবিয়ক এই সংক্ষিপ্ত আলোচানয় যে নির্ভেজাল অপরিহার্য জীবন্ত সত্য তা সকলের জন্যই প্রযোজ্য । যদি সময় থাকতে আমরা এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিই তাহলে ধ্বংস অনিবার্য এবং সেই কারনেই এই জীবন্ত বিষয়টিকে "সুসমাচার" (The Gospel) বা সু- সংবাদ নামকরণ করা হয়েছে যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন সাধু পৌল,

> "হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে সেই সুসমাচার জানাইতেছি, যে সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, যাহা তোমরা গ্রহণও করিয়াছ, যাহাতে তোমরা দাঁড়াইয়া আছ; আর তাহারই দ্বারা, আমি তোমাদের কাছে যে কথাতে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা যদি ধরিয়া রাখ, তবে পরিত্রাণ পাইতেছ; নচেৎ তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হইয়াছ।"
> (১ম করিন্থীয় ১৫:১-২)

রোমীয়দের পত্রে পৌল একই বিষয় উল্লেখ করেছেন

> "কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি..." (রোমীয় ১:১৬-১৭)

আমাদের বর্তমান বিপথগামী পৃথিবীস্থ মানুষ তাদের জীবন বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে ও জীবন প্রাপ্তির এই পথ বেছে নিতে পারবে এই সুসংবাদ দ্বারা। অতি আর্শ্চয্যজনক জনক যে, জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই সংবাদ পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন পাতায় বর্ণিত, যীশুর মুখনিঃসৃত বিভিন্ন বাক্যে, প্রেরিতদের জীবনে, শিষ্যদের শিক্ষায় আজও পূর্বের ন্যায় সমানভাবে প্রাণ বন্ত। আসুন, আমরা সকলে আমাদের জীবনে সেই অমূল্য জীবনের জন্য অমূল্য বাক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করি।

ফ্রেড্ পিয়ারস্
Fred Pearce